যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ৬৩

১/ বিবিধ

আরবী

إن البرد ليس بطعام ولا بشراب
منكر

أخرجه الطحاوي في " مشكل الآثار " (2 / 347) وأبو يعلى في " مسنده " (ق 191 / 2) والسلفي في " الطيوريات " (7 / 1 ـ 2) وابن عساكر (6 / 313 / 2) من طريق علي بن زيد بن جدعان عن أنس قال: مطرت السماء بردا فقال لنا أبو طلحة: ناولوني من هذا البرد، فجعل يأكل وهو صائم وذلك في رمضان! فقلت: أتأكل البرد وأنت صائم؟ فقال: إنما هو برد نزل من السماء نطهر به بطوننا وإنه ليس بطعام ولا بشراب! فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فقال: " خذها عن عمك
قلت: وهذا سند ضعيف، وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف كما قال الحافظ في " التقريب "، وقال شعبة بن الحجاج: حدثنا علي بن زيد وكان رفاعا يعني أنه كان يخطيء فيرفع الحديث الموقوف وهذا هو علة هذا الحديث، فإن الثقات رووه عن أنس موقوفا على أبي طلحة خلافا لعلى بن زيد الذي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخطأ، فرفعه منكر، فقد أخرجه أحمد (3 / 279) وابن عساكر (6 / 313 /2) من طريق شعبة عن قتادة وحميد عن أنس قال: مطرنا بردا وأبو طلحة صائم فجعل يأكل منه، قيل له: أتأكل وأنت صائم؟ ! فقال: إنما هذا بركة! وسنده صحيح على شرط الشيخين، وصححه ابن حزم في " الإحكام " (6 / 83) وأخرجه الطحاوي من طريق خالد بن قيس عن قتادة، ومن طريق حماد بن سلمة عن ثابت، كلاهما عن أنس به

نحوه، ورواه البزار موقوفا وزاد: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فكرهه، وقال: إنه يقطع الظمأ، قال البزار: لا نعلم هذا الفعل إلا عن أبي طلحة، فثبت أن الحديث موقوف ليس فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخطأ في رفعه ابن جدعان كما جزم بذلك الطحاوي

والحديث أورده الهيثمي في " المجمع " (3 / 171 ـ 172) مرفوعا ثم قال رواه أبو يعلى وفيه علي بن زيد وفيه كلام، وقد وثق، وبقية رجاله رجال الصحيح وأورده السيوطي في " ذيل الأحاديث الموضوعة " (ص 116) من رواية الديلمي بإسناد يقول فيه كل من رواته: أصم الله هاتين إن لم أكن سمعته من فلان ولكن ابن عراق في " تنزيه الشريعة " (1 / 159) رد عليه حكمه عليه بالوضع ونقل عن الحافظ ابن حجر أنه قال في " المطالب العالية ": إسناده ضعيف، ثم ختم ابن عراق كلامه بقوله: ولعل السيوطي إنما عنى أنه موضوع بهذه الزيادة من التسلسل لا مطلقا، والله أعلم

قلت: وهذا الحديث الموقوف من الأدلة على بطلان الحديث المتقدم: " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم "، إذ لوصح هذا لكان الذي يأكل البرد في رمضان لا يفطر اقتداء بأبي طلحة رضي الله عنه، وهذا مما لا يقوله مسلم اليوم فيما أعتقد

বাংলা

৬৩। শীলা খাদ্যও না আবার পানীয় দ্রব্যও না।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটি তাহাবী “মুশকিলুল আসার” গ্রন্থে (২/৩৪৭), আবূ ইয়ালা তার “মুসনাদ” গ্রন্থে (কাফ ২/১৯১), সিলাকী “আত-তায়ূরিয়াত” গ্রন্থে (৭/১-২) ও ইবনু আসাকির (৬/৩১৩/২) আলী ইবনু যায়েদ ইবনু যাদ’আন সূত্রে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ হাদীসটির সনদ দুর্বল, কারণ আলী ইবনু যায়েদ ইবনে যাদ’আন দুর্বল; যেরূপভাবে হাফিয ইবনু হাজার “আত-তাকরীব” গ্রন্থে বলেছেন।

শু’বা ইবনু হাজ্জাজ বলেনঃ আমাদেরকে হাদীসটি আলী ইবনু যায়েদ ইবনে যাদ’আন বর্ণনা করেছেন। তিনি মওকুফকে মারফু হিসাবে বর্ণনাকারী। অর্থাৎ তিনি ভুল করতেন, মওকুফ হাদীসকে মারফু’ করে ফেলতেন। এটিই হচ্ছে এ হাদীসটির সমস্যা। কারণ নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণ এটিকে আনাস (রাঃ) হতে মওকুফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এখানে মওকুফকে মারফু হিসাবে বর্ণনা করাটাই হচ্ছে মুনকার।

হাদীসটিকে ইমাম আহমাদ (৩/২৭৯) ও ইবনু আসাকির (৬/৩১৩/২) শু’বা সূত্রে ...আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ একদা শীলা বৃষ্টি হল, তখন আবু তালহা সওম অবস্থায় ছিলেন। তিনি তা থেকে খাওয়া শুরু করলেন। তাকে বলা হল, আপনি সওম অবস্থায় শীলা খাচ্ছেন? উত্তরে তিনি বললেনঃ এটিতো বরকত স্বরূপ। শাইখায়নের শর্তানুযায়ী এটির সনদ সহীহ। ইবনু হাযম “আল-ইহকাম” গ্রন্থে (৬/৮৩) সহীহ বলেছেন। তাহাবীও অন্য দুটি সূত্রে আনাস (রাঃ) হতেই বর্ণনা করেছেন। ইবনু বাযযারও মওকুফ হিসাবে বর্ণনা করার পর বলেছেনঃ এটি সাঈদ ইবনু মুসায়য়াব-এর নিকট উল্লেখ করলে তিনি তা অপছন্দ করেন এবং বলেন যে, এটি তৃষ্ণাকে দূর করে। সুয়ূতী হাদীসটি “যায়লুল আহাদীসিল মাওযুআহ” গ্রন্থে (পৃঃ ১১৬) দাইলামীর সূত্রে উল্লেখ করে বুঝিয়েছেন যে, এটি মাওযু হাদীস।

কিন্তু ইবনু আররাক “তানযীহুশ শারীয়াহ" গ্রন্থে (১/১৫৯) তার বিরোধিতা করে বুঝিয়েছেন যে, এটি মাওযু নয়, তবে এটি দুর্বল। কারণ ইবনু হাজার বলেছেন যে, এটির সনদ দুর্বল।

হাদীসটি মওকুফ হিসাবে সহীহ হলেও তা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এটি ছিল আবু তালহার অভিমত। অন্যরা তার এ মতের বিরোধিতা করেছেন। তার এ মতের সাথে কেউ ঐক্যমতও পোষণ করেননি।

হাদিসের মান: মুনকার (সহীহ হাদীসের বিপরীত) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=5324

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন